113

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 JAN 1996
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ২

কুমিল্লা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল বাতিল

আহমেদ দীপু

কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল বাতিল করা হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ রেজিস্ট্রেশনের কারণে ফল প্রকাশের সাড়ে চার মাস পর তা বাতিল করা হয়।

রেজিস্ট্রেশন ত্রুটির দায়ভার দুই শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে মন্ত্রণালয় তাঁদের এক বছরের বেতন বন্ধের নির্দেশ জারি করেছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, ১৯৯৫ সালের ২০ এপ্রিল কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় একই বছরের আগস্ট মাসের সাত তারিখে। দীর্ঘ সাড়ে চার মাসেও উত্তীর্ণ প্রায় চার হাজার পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্র বোর্ড থেকে সংশ্লিষ্ট স্কুলে পাঠানো হয়নি। রেজিস্ট্রেশনে গোলমাল থাকার অজুহাতে ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের ফল বাতিল করে। ফলে ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবক ও জনমনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষা শুরুর আগেই বোর্ড থেকে বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফরম পাঠানো হয়। যা স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রী পূরণ করার পর বোর্ডে ফেরত পাঠানো হয়। পরবর্তীতে এই ফরমের ভিত্তিতেই প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার রোল নম্বরসহ নির্ধারিত কাগজপত্র তৈরি হয়ে থাকে। সূত্র জানায়, বোর্ডের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী ফরম পাঠানোর সময়ই ত্রুটিপূর্ণ ফরম পাঠিয়েছে। একই নম্বরের একাধিক ফরম পৃথক স্কুলে পাঠানোর ঘটনাও ঘটেছে। ফলে এ ধরনের ফরম পূরণ করে যেসব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মূলত তাদের ফলই বাতিল হয়েছে।

এছাড়া এসএসসি পরীক্ষায় প্রচলিত প্রশ্নব্যাংক পদ্ধতির শেষ সময় ছিল ১৯৯৫ সাল। কাজেই শেষবারের মতো প্রশ্নব্যাংকের সুযোগ নেয়ার জন্য অনেক অনিয়মিত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে। কিন্তু এসএসসিতে প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়ার নিয়ম না থাকায় তারা এসেছে অন্যভাবে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপে এসব পরীক্ষার্থীকে স্কুল শিক্ষকরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। একই সঙ্গে তাদের 'বিশেষ ব্যবস্থায় বিশেষ প্রাইভেট' হিসাবে পুনর্রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। যথারীতি ফল প্রকাশের পর তাদের

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

কুমিল্লা বোর্ডের

(প্রথম পাতার পর)

নম্বরপত্র পাঠানো হয়নি এবং পাঁচ মাস পর তাদের ফল বাতিল করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ত্রুটিপূর্ণ রেজিস্ট্রেশনের সমস্ত দায়দায়িত্ব চাপানো হয় সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাঁধে। এ ধরনের প্রায় দুই শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে শাস্তিস্বরূপ বেতনের সরকারী অংশ ১৯৯৫-এর জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে তাঁদের বেতন এক বছরের জন্য স্থায়ীভাবে বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।